DAWAHILALLAH 1441 / 2020 / ISSUE-4

সত্যের আলো ছড়িয়ে দেওয়াই আমাদের উদ্দেশ্য

দাওয়াহ ইলাল্লাহ

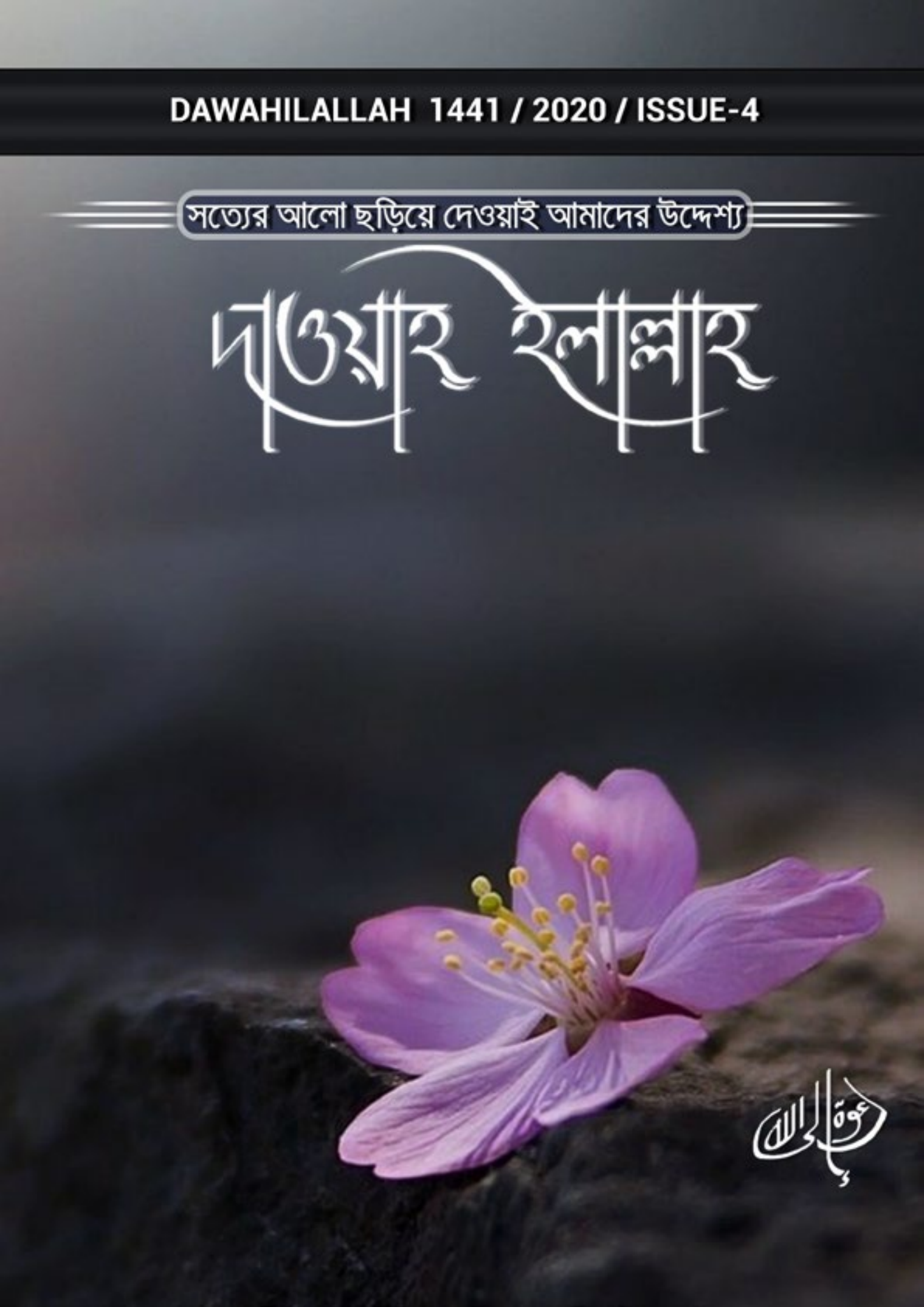

AL-FIRDAWS
আল-ফিরদাউস

সূচিপত্র

০২ সম্পাদকীয়

০৩ আল জিহাদ
এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ! আর সেটাই আমরা ভুলে গেছি!

০৬ আল জিহাদ
হায়! যে ছবি দেখা হলো না

০৮ চিঠি ও বার্তা
অঙ্গীকার পালন,মুমিনের অপরিহার্য গুণ।

০৯ চিঠি ও বার্তা
বিনয় মুমিনের ভূষণ।

১০ ফিতনা
নামাজ প্রতিষ্ঠতায় জিহাদের ভূমিকা।

১২ ফিতনা
বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে ধারাবাহিক আর্টিক্যাল ।। পর্ব-৩।। গণতন্ত্র

১৩ ফিতনা
গণতন্ত্রবাদীদের ধোঁকা

১৪ ফিতনা
বিভিন্ন তন্ত্র- মন্ত্র নিয়ে ধারাবাহিক আর্টিক্যাল ।। পর্ব-৪।। সমাজতন্ত্র

১৬ শরীয়তের আহকাম
দারুল ইসলাম ও দারুল হারব পরিচিতি

সম্পাদকীয়

ইন্নাল হামদা লিল্লাহি রাব্বিল মুজাহিদীন। ওয়াস সালাতু ওয়াস সালামু আলা রাসূলিল্লাহি আমীরিল মুকাতিলীন। আম্মা বা'দ,

যুগ পরম্পরায় চলমান ইসলামী ইতিহাসের প্রতি দৃষ্টি দিলে যে বিষয়টি দারুনভাবে কষ্ট দেয়, মন ব্যথিত হয়, তা হচ্ছে; সর্বকালেই ইসলামের শত্রুরা ইসলাম ধর্মকে বিকৃত করে, মুসলিম জাতির মধ্যে দলাদলি/বিভক্তি সৃষ্টি করে ধর্মীয় ও আর্থিক দিক দিয়ে মুসলিম জাতিকে দূর্বল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। শুধু তাই নয়, এ বিষয়ে উম্মাহর যথাযথ মনোযোগহীনতার সুযোগে তারা কিছু নামধারী, স্বার্থান্বেষী আলেম ও পীর-ফকিরকে বেছে নিয়েছে। যারা তাদের শিরকী-কুফরী চিন্তা-চেতনা ও বিশ্বাসকে উম্মাহর মাঝে চতুরতার সাথে ঢুকিয়ে দেয়ার মারাত্মক প্রয়াস চালাচ্ছে।

কোরআন হাদীসের অপব্যাখ্যা করে সমাজকে বিভ্রান্তির মাঝে ফেলে দিচ্ছে। সর্বমহলে ইসলামী বিধানের উদ্ভট ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের প্রবণতা মারাত্মকভাবে শুরু হচ্ছে। ফলে উম্মাহ যেন সঠিক ধর্মের স্বকীয়তা হারিয়ে ভিন্ন কোন জাতিতে পরিণত হচ্ছে। উম্মাহ আসল শত্রুর মোকাবেলার চিন্তা ঝেড়ে ফেলে নিজেদের মাঝে কাদা ছোড়াছুড়ি ও বিরোধ উসকে দিতেই বেশি আগ্রহী। উম্মাহর রাহবার আলেম শ্রেণীর মাঝেও ইসলামের মৌলিক বিষয় ঈমান-আকীদা রক্ষার পরিবর্তে মুসলমানদের মধ্যকার শাখাগত মতবিরোধকে উসকে দিয়ে তৃপ্তির ঢেকুর তুলছেন। শরীয়াহ প্রতিষ্ঠার বিপরীতে নিজেকে প্রতিষ্ঠার লালসাই প্রকট হয়ে ওঠেছে। একদিকে উম্মাহ নিজেদের আভ্যন্তরীন মতবিরোধে জড়িয়ে পড়ছে, অন্যদিকে বহিরাগত সবরকম আগ্রাসনের দরজা উন্মুক্ত হয়ে পড়েছে।সেখানে না আছে কোন দারোয়ান, নাকিব, বা কোন প্রহরী।

পাঠকদের কাছে একটি বিনীত অনুরোধ রইলো, প্রত্যেকে নিজ নিজ শক্তি সামর্থ অনুযায়ী, একমাত্র আল্লাহর সন্তুষ্টির আশায়, দ্বীনী খিদমত হিসেবে, এর প্রচার প্রসারের নিয়তে নিজে পড়ুন ও অপরকে পড়তে উদ্বুদ্ধ করুন। আল্লাহ আমাদের জান্নাতেই একত্রিত করুন, আল্লাহ সন্তুষ্টি সহ, এই দুয়া করি।

আমীন ।

এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ! আর সেটাই আমরা ভুলে গেছি!

s_forayeji

বিশ্বজগতের মালিক মহান আল্লাহর প্রশংশা সহকারে শুরু করছি, কেননা তিনিই শুধুমাত্র প্রকৃত প্রশংসার একমাত্র হক্কদার। দরুদ এবং সালাম মুহাম্মাদ সাঃ এবং তাঁর সম্মানিত পরিবারবর্গের উপর।

প্রথমে একটি ছোট্ট কথা বলে নেই ইনশাআল্লাহ। সেটি হচ্ছে - আমরা আমাদের চারপাশে কতরকম কত কিছু দেখি। ঘটনার পর ঘটনা, একের পর এক ঘটেই চলেছে। দৃশ্যপট বদলের মত ঘটনা গুলো বদলে চলেছে। এই ঘটনা গুলো আমাদের সামনে দিয়ে যায় আসে, এভাবে চলতেই থাকে।
অধিকাংশ সময়েই আমরা এগুলোর দিকে সেভাবে তাকানোর সময় পাইনা। যদিও বা তাকাই সেভাবে কখনো আমরা এগুলো নিয়ে চিন্তা ভাবনা করিনা। আর যদি চিন্তা ভাবনা কিছুটা করিও কখনো আমরা সেই চিন্তা ভাবনা থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধিকে বাস্তবে নিয়ে আসিনা।
মনে রাখতে হবে এটি আমাদের একটি অনেক বড় সমস্যা। কত বড় সমস্যা?

এতবড় যে, আমাদের বিরুদ্ধে কাফেরদের আপাত সফলতার পেছনে অনেক বড় একটি কারণ এই যে, ঘটনাপ্রবাহ নিয়ে চিন্তা করিনা, করলেও তা উপলব্ধি পর্যন্ত আসেনা, আসলেও তা খুব কমই কাজে পরিণত করতে পারি।

আজকের প্রসঙ্গ -
করোনা ভাইরাসের প্রভাবে এখন চীন, করোনা ভাইরাস এবং এ প্রাসঙ্গিক যে কোন ঘটনা এখন নিউজ। এবং এই নিউজগুলো এখন মিডিয়ার মেইন গল্প। কিভাবে তারা দশ দিনে হাসপাতাল বানালো, কিভাবে তারা দিনরাত খেটে যাচ্ছে, কিভাবে তাদের ডাক্তাররা ওভার ডিউটির জন্য অজ্ঞান হয়ে পড়ে যাচ্ছে, কিভাবে তাদের মা রা সন্তানদের কাছে যেতে পারছেনা, ইত্যাদি ...
বিশ্বের সামনে এ যেন এক বিশাল মহাযুদ্ধের নায়কদের বর্ণনা দেয়া হচ্ছে! তাদের মত অকুতোভয় মহানায়ক যেন আর কেউ হয়ইনা! তারাই হচ্ছে মানবদরদী এবং মানবসেবার চুড়ান্ত মাপকাঠি!

অথচ এই রঙের আড়ালে তারা গোপন করে ফেলছে কিভাবে এই নরপশুরাই যুগের পর জুগ উইঘুরের লক্ষ লক্ষ মুসলিমের ওপর অকল্পনীয় নির্যাতন চালিয়েছে, চালিয়েই যাচ্ছে! তাদের পাশবিকতা এমনকি কখনো কখনো আরেক পশু অ্যামেরিকাকেও লজ্জা দিয়েছে! হাজার হাজার নিষ্পাপ শিশুকে তারা মা বাবার কাছ থেকে আলদা করে ফেলেছে, হাজার হাজার মুসলিম যুবক তাদের নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছে। হাজার হাজার মা বোনকে তারা নির্যাতন করতে করতে পাগল বানিয়ে দিয়েছে!

কিন্তু এখন এগুলোর খুব সামান্য যা সামনে এসেছিলো তার সবই চাপা পড়ে গেছে, তাদের নতুন নাটকের আড়ালে।
এগুলো নিয়ে কেউ কথা বলেনা। দশদিনে হাসপাতাল গড়ার কাহিনী সবাই ছাপায় কিন্তু আফগানিস্তানে আর শামে একের পর এক হাসপাতাল গুড়িয়ে দেয়া হচ্ছে তার খবর আপনি কোথাও পাবেননা! মোল্লা উমর রহঃ বুদ্ধা মূর্তি ভেঙ্গে ফেলা নিয়ে মুশরিকদের মায়াকান্নার জবাবে বলছিলেন, সামান্য এই মূর্তির এত দাম তোমাদের কাছে অথচ আমাদের জীবনের কোন মুল্যই তোমাদের কাছে নাই! বামিয়ান মূর্তি ভাঙ্গা নিয়ে বিশ্ব তোলপাড় হয়ে গেছিলো অথচ লক্ষ লক্ষ নারী পুরুষ, শিশু নিহত হয়ে যাচ্ছে - কার কি আসে যায়! কারণ তারা মুসলিম তাই!!!

একই ভাবে- কিছুদিন আগে বিবিসি বাংলায় নিউজ দেখলাম, (সুত্রঃ বিবিসি বাংলা, ১৩ ফেব্রুয়ারি, ২০২০) মালাউন রাষ্ট্র ভারতের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের বরাত অনুযায়ীঃ দেশভাগের পর কিংবা পঁয়ষট্টি ও একাত্তরের যুদ্ধের সময় যারা ভারত ছেড়ে পাকিস্তানে চলে গিয়েছিলেন, সেদেশে তাদের ফেলে যাওয়া জমি-বাড়িকেই ভারত সরকার শত্রু সম্পত্তি হিসেবে অধিগ্রহণ করে থাকে। শত্রু সম্পত্তি! খেয়াল রাখেন তারা কি নাম দিলো? শত্রু সম্পত্তি, অথচ তারা সবাই নিজেদের জান বাঁচানোর জন্য দেশ ছেড়ে পালিয়েছিলো। এই পালিয়ে যাওয়া মানুষগুলো শত্রু! এবং তাদের সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি! এবং তা ভোগ করাও যায়।

অপর দিকে আপনাদের স্মরন থাকার কথা - দৈনিক প্রথম আলো, ২৩ জানুয়ারি, ২০১৯ প্রতিবেদন ছাপিয়েছিলো যাতে তারা আল্লাহর বিধান করে দেয়া গণিমতের মালকে লুটের মাল আখ্যা দিয়েছিলো! মহান আল্লাহ যুদ্ধলব্ধ গণিমতের মাল করেছেন হালাল, যার প্রমান সুরা আনফাল, অথচ প্রথমআলো গংদের কাছে - যুদ্ধলব্ধ গনিমত নাকি লুটের মাল! কাপুরুষের মত মুসলিমদের সম্পত্তি ডাকাতি করে গ্রহন করে শত্রু সম্পত্তি আখ্যা দিয়ে অথচ তারাই আবার আল্লাহ প্রদত্ত বিধান দ্বারা হালাল করে দেয়া যুদ্ধ লব্ধ সম্পত্তি গনিমতকে বলে লুটের মাল!

তাহলে বলতে চাচ্ছি - আপনি যদি এগুলো লক্ষ্য না করেন এবং এগুলো স্মরন না রাখেন তাহলে তারা আমাদের বিরুদ্ধে প্রতিবার সফল হয়েই যাবে। হয়ত ভাবতে পারি আরে এগুলো আর এমন কি? এই প্রোপাগান্ডা নীরবেই কাজ করে, তা আমি আপনি যত দ্রুত বুঝতে পারি ততই কল্যাণ।
প্রথম কথায় ফিরে আসি - তাই যখনই আপনি এই চীন, করোনা ভাইরাস ইত্যাদি ঘটনা দেখবেন তখন আপনাকে মনে রাখতে হবে তার হিরো হয়ে যাক কিংবা ভিলেন হয়ে যাক তার সাথে আমাদের কোন কাজ নাই। তারা ৭২ ঘন্টা কাজ করুক কিংবা ২ ঘন্টা কাজ করুক আমাদের কিছু যায় আসেনা! কেন? এর কারণ অনেক - প্রথম কারণ তারা আল্লাহ এবং তাঁর দ্বীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে। আমরা ব্যার্থ হয়েছি আর আল্লাহর সেনাবাহিনী সম্পর্কে কেউই জানেনা।
তাদের প্রতি আমাদের করুণার জায়গা কোথায়! ইয়া আল্লাহ আপনি তাদের থেকে আপনার যেমন ইচ্ছা তেমনভাবে প্রতিশোধ গ্রহন করুন! তারা নিজেরা এই আজাব ডেকে এনেছে! তারাই নির্যাতন করে আর বলে তোদের আল্লাহ কে ডাক! লুত আঃ এর কওমকে আল্লাহ যখন উল্টিয়ে মাটিতে আছাড় মারলেন তখন আমরা সেখানে থাকলে কি তাদের জন্য করুণা দেখাতাম? কিভাবে সম্ভব?
কাফেররা চায় আমি আপনি তাদের জন্য করুণা দেখাই, যেন এতে করে তাদেরে কুকর্মগুলো আমরা দ্রুত ভুলে যেতে পারি। মনে রাখবেন সারা দুনিয়ার সমস্ত কাফেরও যদি মরে যায় আমাদের কিচ্ছু যায় আসেনা, আমাদের যায় আসে যদি মাত্র একজম মুসলিম কিংবা একজন মুসলিমা কাফেরদের নির্যাতনে "আহ" করে উঠে!

এটাই আল ওয়ালা ওয়াল বারাহ!
আর সেটাই আমরা ভুলে গেছি!

হায়! যে ছবি দেখা হলো না

s_forayeji

বিসমিল্লাহ ওয়াস সালাতু আস সালাম আলা রাসুলিল্লাহ
আল্লাহ সুবহানাহু ওতায়ালা আমাদের সামনে কুরআনকে এমন ভাবে পেশ করেছেন যেন তা এক জীবন্ত ছবি! কুরআনের বাচনভঙ্গীই এমন যে, তা ঘটনাগুলোর ছবি আমাদের সামনে বর্ণনা করে থাকে। যেমন আল্লাহ বর্ণনা করেছেন, জান্নাত, জাহান্নাম, হাশরের ময়দান, জাহান্নামের ভিতরের ছবিব, জান্নাতের ভিতরের ছবি, আল্লাহর সামনে বান্দার দন্ডায়মান হয়ে থাকা অবস্থা, পুলসিরাতের উপরে অবস্থা এমন কত কিছু। একই ভাবে আল্লাহ বর্ণনা করেছেন আমাদের আগের জাতির ইতিহাস! আদ জাতি, সামুদ জাতি, নুহ আঃ এর কওম, মুসা আঃ এবং ফিরাউনের ইতিহাস।
এই ছবিগুলোর মধ্যে থেকে একটি ছবি আছে সুরা বুরুজে। আল্লাহ বলছেন -

قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ
ধ্বংস/হত্যা করা হয়েছিলো গর্ত/খন্দক ওয়ালাদের

النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ
যে গর্ত ভর্তি ছিলো দাউ দাউ করে জ্বলা ইন্ধনের আগুনে

إِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ
যে সময়টাতে তারা গর্তের কিনারায় বসে ছিলো

وَهُمْ عَلَىٰ مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ
আর তারা মুমিনদের সাথে যা করছিলো তা দেখছিলো

وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ
তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল

الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ
যিনি নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলের ক্ষমতার মালিক, আল্লাহর সামনে রয়েছে সবকিছু
তাফসিরে এ ব্যাপারে কয়েকটি ঘটনার নাম পাওয়া যায়। তবে সবগুলো ঘটনার মূল কথা প্রায় একই। আসেন দেখি ছবিটা কেমন?
এর আগে আমরা একবার ভেবে নেই বনানী এফআর টাওয়ার এর আগুনের কথা, কিংবা পুরান ঢাকার আগুনের কথা, কিংবা বস্তিগুলো দাউ দাউ করে জ্বলে উঠার কথা। এই ছবিগুলো আমরা মাথায় নিয়ে আসি।
কারণ এটা খুব স্বাভাবিক যে, আমরা যদি দাউ দাউ আগুনের কোন দৃশ্য বুঝতে চাই তবে সেরকম বা কাছাকাছি কোন দৃশ্য যা আমরা নিজেরা দেখেছি তা সামনে রাখতে হবে।

আর এভাবে বাস্তব দুনিয়ার ঘটনাগুলো সামনে রাখতে উৎসাহিত করা কুরআনের নিজস্ব একটি স্টাইল। অনেক জায়গায় আল্লাহ বলেন, তারা কি দেখে না... ? এমন বলে আল্লাহ বিভিন্ন উদাহরন সামনে নিয়ে আসেন। যেমন দুই নদীর মিলন স্থল, পাহাড়, সাগরে চলাচল করা নৌযান, আকাশে উড়ে যাওয়া পাখি ...
তাই কুরআনের দৃশ্য বুঝার জন্য বাস্তব দৃশ্যকেও মানসপটে রাখা জরুরি। মনে করেন এফআর টাওয়ার বা পুরান ঢাকার আগুনের কথা! সবাই দুর থেকে দাঁড়িয়ে শুধু মুখে হাত দিয়ে হা করে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো আর আফসোস করছিলো! চোখের সামনে একের পর এক চলে যাচ্ছিলো প্রান গুলো!
এমনই এক দৃশ্য আল্লাহ বর্ণনা করেছেন বরং এর চেয়েও আরো ভয়ংকর! চিন্তা করে দেখেন কোন এলাকার সমস্ত ঈমানদার, মুমিন নারী পুরুষকে হত্যা করার জন্য গর্ত খনন করে, খন্দক কেটে তাতে দাউ দাউ করে আগুন জ্বালানো হয়েছে। হয়ত দিনের পর দিন সেখানে আগুন জ্বলেছে। ইতিমধ্যে সবাই জেনে গেছে এই আগুনে বিশ্বাসীদের পুড়িয়ে মারা হবে। এরপরে একদিন সবাইকে এই গর্তের পাশে লাইন ধরে বসানো হয়েছে। রাজার সৈন্য একজন একজন করে জিজ্ঞেস করছে নিজের ঈমান ছেড়ে দিতে রাজি আছে কিনা? সবাই আগুনের মুখে দাঁড়িয়ে একের পর এক অস্বীকার করছে আর সাথে সাথেই তাকে আগুনের মধ্যে ফেলে দেয়া হচ্ছে। একবার চিন্তা করে দেখেন - আপনি আপনার বাবা, মা, ভাই বোন সবাই দাঁড়িয়ে আছেন। আপনার সাথে আপনার অবুঝ সন্তানেরাও আছে, আছে আপনার প্রানপ্রিয় স্ত্রী। দেখলেন আপনার বাবা আগুনের মধ্যে হারিয়ে গেলো, এরপরে আপনার মা, আপনার ভাই, আপনার স্ত্রী! এখানে একটু থামেন। শুধু লাইন গুলো লিখে যাওয়া নয় পড়ে যাওয়া নয়। আসেন আমরা ঐ সময়ে তাদের অন্তরে কেমন অবস্থা হয়েছিলো তা নিজেদের অন্তর দিয়ে বুঝার চেষ্টা করি। কেমন হয়েছিলো আপনার বাবা মা আগুনে হারিয়ে যাবার আগে আপনার চেহারা! কেমন হয়েছিলো আপনাকে ফেলে দেয়ার আগে আপনার প্রানপ্রিয় স্ত্রী এবং আপনার সন্তানদের অবস্থা! প্রতিটি সেকেন্ড তাঁদের বেঁচে থাকতে হয়েছিলো।

হ্যা, তারা আগুনে ঝাপিয়ে পড়েছিলো কিন্তু এরপরেও নিজের ঈমান পরিত্যাগ করেনি। না বৃদ্ধ, না যুবক না শিশু। এই ঘটনার সাথেই পাওয়া আরেকটি বর্ণনা, কোলের শিশু মাকে বলেছিলো - মা, তুমি হক্কের উপরেই আছো!

অপরদিকে মুমিনদের এই নির্যাতন একদল জালিম উপভোগ করছিলো! আর কেন এই নির্যাতন? আল্লাহ বলেই দিচ্ছেন, কারণ আর কিচ্ছু না, তারা ঈমান এনেছিলো আল্লাহর উপরে। তারা আল্লাহর হুকুমের উপরে আল্লাহর বিধানের সামনে কোন রাজা বাদশার বিধান মেনে নিতে চায়নি! এই ছিলো তাঁদের অপরাধ!

আচ্ছা, কেন এই ঘটনা উল্লেখ করলাম? কারণ চিন্তা করে দেখেন এই ঘটনা আমাদের সাথে খুবই প্রাসঙ্গিক! সময় আলাদা, আশে পাশের দৃশ্য টা আলাদা কিন্তু ঘটনা ঠিক ঠিক একই!

আজকের এইদিনে যখন আমাদের সামনে তারা হুমকি দেয় যে জালিমদের হুকুম, বিধানের সামনে আমাদের মাথা নত করতে হবে আর আল্লাহর বিধান পরিত্যাগ করতে হবে তখন আজও সেই দৃশ্যেরই পুনরাবৃত্তি!

ঠিক ঠিক তাই! আজকের জালিম বাদশারা বলে, আল্লাহর বিধানকে পরিত্যাগ না করলে এবং তাদের মনমত বিধান মেনে না নিলে, জেলে দিবে, ফাঁসি দিবে, নির্যাতন করবে, গুম করবে। কিন্তু তারা জানেনা যে, আমরা এমন ঘটনার সাথে আগেই পরিচিত। তারা জানেনা যে, তাদের কাফেলা আর আমাদের কাফেলা এক নয়। আমরাতো সেই সেই গর্তওয়ালাদের কাফেলার মানুষ। আমাদের আর তাদের মধ্যে তো সেই উপাদানটিই রয়ে গেছে যার জন্য তাদের পুড়িয়ে হত্যা করা হয়েছিলো। আর তা হচ্ছে

“তারা তাদেরকে নির্যাতন করেছিলো শুধু এ কারণে যে, তারা প্রশংসিত, পরাক্রান্ত আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেছিল”

জালিমরা ভুল করলো। বড় ভুল করল! না তারা ইতিহাস পড়েছে, না তারা এ ব্যাপারে কিছু জেনেছে।

তাদের সামনে বালাম বাউরাদের যে দলটি আছে তাদের থেকে এ ব্যাপারে কেন জেনে নিলোনা যে, জালিম বাদশা যখন বালকটিকে হত্যা করেই ফেললো (আল্লাহর নাম নিয়ে, সে তো আল্লাহকে মানেনি, শুধুমাত্র নিজের গায়ের জ্বালা মেটানোর জন্যই তা করেছে, ভেবেছিলো সে খুব সফল হয়ে যাবে) তখন সবাই তাই মেনে নিলো যা থেকে সবাইকে ঠেকিয়ে রাখার জন্য সে এতকিছু করল! কিন্তু সে সফল হতে পারলো কই?

কিংবা তাদের বালাম বাউরা রা এটাও বলে দেয়না কেন যে, ফিরাউনের জাদুকররা যখন জাদুর বান ছেড়ে দিলো তখন মূসা আঃ বলেছিলেন, আল্লাহ তো এই জালিমদের কাজ নষ্ট করেই দিবেন! আর জাদুকরদের সব জাদু শুন্য হয়ে গেলো আর তারা মুসলমান হয়ে গেলো ফিরাউনের সামনেই! তাহলে ফিরাউন সফল হতে পারলো কই? এই বালাম বাউরা রা এটাও বলে দেয়না কেন যে, না পেরেছিলো নূহ আঃ এর কওম, না আদ জাতি, না সামুদ জাতি,

না কওমে সালিহ, না ফিরাউন, না নমরুদ, না কারুন, না আবরাহা, না আবু জাহাল, না পেরেছিলো পারস্য সম্রাজ্য, রোম সম্রাজ্য! না পেরেছিলো রাশিয়া, না পারলো তাদের প্রভু যুগের হুবাল অ্যামেরিকা!

তাদের প্রত্যেকে সৈন্যসামন্তের সবটুকু শক্তি নিয়েই তো নেমেছিলো, কিন্তু পারলো কই?

তাই আজ আমরা তোমাদের ভয় পাইনা ইনশা আল্লাহ। কেন ভয় পাবো? তোমরা তো জাহান্নামের লাকড়ি!

যাও, বিশ্বাস না হলে তোমাদের বালাম বাউরাদের জিজ্ঞেস করে দেখো, তাগুত এবং তার সাহায্যকারী হিসেবে আমাদের অবস্থান কোথায়? আমি জানি সে সাহস তোমাদের হবেনা!

আল্লাহ তোমাদের চারদিক থেকে পরিবেষ্টন করে আছেন তা তোমরা টেরও পাওনা। চীন চেয়েছিলো আল্লাহর কালাম বদলে দিবে, ভেবেছিলো আল্লাহ তাদের ব্যাপারে উদাসীন ছিলেন (নাউজুবিল্লাহ) কই তারা সফল হতে পারলো কই?

তোমরা খুব ভেবে নিয়েছো, তোমরা সফল হয়েই যাচ্ছো, কিন্তু তা হচ্ছে কই? নিজেদের প্রভুদের খুশি করার জন্য আল্লাহর হুকুম জিহাদকে জঙ্গিবাদ, উগ্রবাদ বানিয়ে দিলে, সাথে তোমাদের বালাম বাউরা রাও খুব নেচে নিলো,

মুজাহিদদের উপরে জুলুমের আর নির্যাতনের কোন সীমা রাখলেনা, কত চেষ্টাই না করলে, কিন্তু সফলতা কই? হায়! আজ তো সবাই উগ্রবাদের দিকেই ঝুঁকে পড়ছে! না আমার কথা না, তোমাদের গবেষকদের কথা, দুনিয়ার বড় বড় গবেষকদের কথা!

তোমরা সফল হতে পারলে কই? আর পারবেও না। কেন জানো? কারণ আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তোমাদেরকে ধ্বংস করে দিবেন তাই এবং শুধু তাই নয় আল্লাহ এই ওয়াদাও করেছেন যে সবশেষে তিনি তোমাদেরকে জাহান্নামেই একত্রিত করবেন - তাই!

আমার প্রিয় দ্বীনের ভাই এবং বোনেরা, উজ্জীবিত হোন, আশাবাদী হোন, খুশি হোন, ঈমানের দীপ্তি আর বলিষ্ঠ পদক্ষেপে কদম উঠান বিজয়ের প্রতিশ্রুতির দিকে, সফলতার দিকে, আল্লাহর সন্তুষ্টির দিকে, জান্নাতের দিকে!

হায়! তারা আমাদের কিই বা করবে, তার যদি বুঝতো! আমাদের হত্যা করে ফেললে তো আমরা আল্লাহর সাথেই সাক্ষাতে চলে যাবো ইনশাআল্লাহ। হুর রা বসে আছে আমাদের অপেক্ষায়, অপেক্ষায় আছেন ফেরেশতাগন, অপেক্ষায় আছে আমাদের বালাখানা আর সেই মনোরম প্রাসাদ! সমস্ত কিছু তো শুধু আমাদের সেখানে প্রবেশের অপেক্ষায়!

আর তোমরা? পচে মর জাহান্নামে! জাক্কুম, কাঁটা আর গলিত, দুর্গন্ধ পুঁজের মধ্যে! এমনকি আল্লাহ পর্যন্ত তোমাদের সাথে সেদিন কোন কথা বলবেন না।

অভিশাপ তোমাদের উপরে যা করেছো তার জন্য! তোমরাও অপেক্ষা কর, আমরাও অপেক্ষায় আছি! জানো আল্লাহ কি বলেছেন? ওয়াল আ’কিবাতু লিল মুত্তাকিন

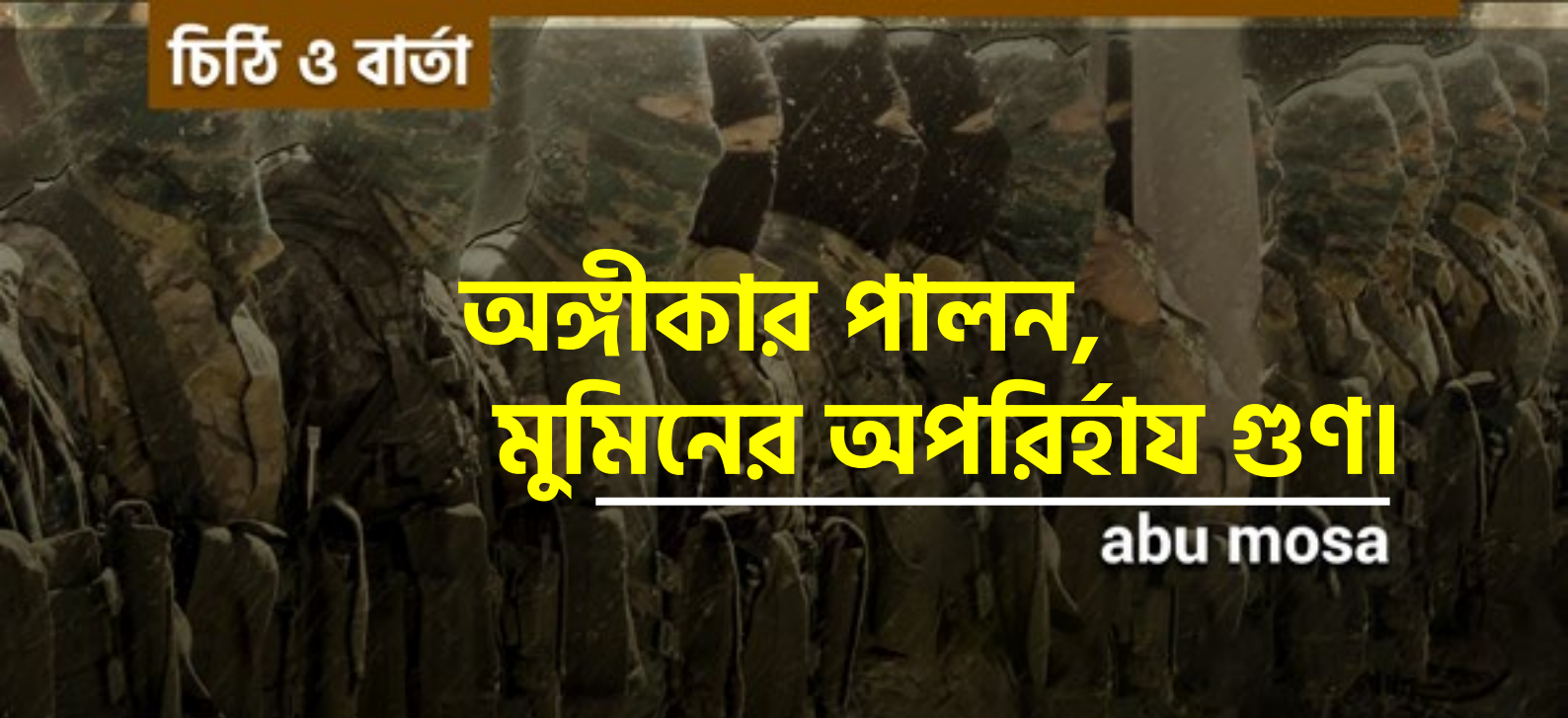

অঙ্গীকার পালন, মুমিনের অপরিহার্য গুণ।

abu mosa

একজন আদর্শ মুমিন কখনো অঙ্গীকার ভঙ্গ করেনা, কারো কাছে কোন ওয়াদা করলে যে কোন মূল্যে তা পূর্ণ করার চেষ্টা করে, ইসলামি শরিয়ায় ওয়াদা পূর্ণের আনেক গুরুত্ব রয়েছে,আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন।
وَأَوفُوابِالعَهدِإِنَّ العَهدَكَانَ مَس ولًا .

“আর অঙ্গীকার পূর্ণ করো, নিশ্চয় অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে, (সূরা ইসরা,১৭:৩৪)
অঙ্গীকার পালন একজন মুমিনের অপরিহার্য গুণ,আর ওয়াদা ভঙ্গ করা মুনাফিকের আলামত,সহিহ বুখারীতে বর্ণিত হয়েছে, রসূল(সা ইরশাদ করেন,

ايَةُالمُنَافِقِ ثَلَاثٌ:إِذَاحَدَّثَ كَذَبَ،وَاإِذَاوَعَدَأَخلَفَ،وَإِذَاا تُمِنَ خَانَ.

রসূল (সা ইরশাদ করেন :মুনাফিকের আলামত তিনটি :যখন কথা বলে, মিথ্যা বলে:অঙ্গীকার করলে, পালন করে না, তার কাছে কোন কিছু আমানত রাখা হলে খেয়ানত করে।(সহিহুল বুখারী:৩)
রসূল (সা জীবনে কোন দিন অঙ্গীকার ভঙ্গ করেননি,নবুয়ত লাভ করার পূর্বেও তিনি মানুষের কাছে এতটাই আস্থাবাঝন ছিলেন সবাই তাকে আল আমিন বলে ডাকত,

বাদশা হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানের কাছে রাসূল (সা সম্পর্কে যেসব প্রশ্ন জিজ্ঞাস করেছিলেন,তার মধো অন্যতম হল তিনি কি ওয়াদা ভঙ্গ করেন? রাসূল (সা মের পরম শত্রু হওয়ার সত্যেও আবু সুফিয়ান সে দিন শিখার করেছিলেন মুহাম্মাদ ওয়াদাহ ভঙ্গ করে না।

প্রিয় ভাই!কাউকে কথা দেওয়ার আগে চিন্তা করে দেখুন আপনি কথাটি রাখতে পার্ববেন কিনা? কারোর সঙ্গে এমন ওয়াদা করবেন না, যা আপনি পূর্ণ করতে পারবেন না।

আনেক দূর্বাগা আছেন যারা যেনে শুনে প্রতারনা করার জন্য ওয়াদা করে।এটা কোন মুমিনের শান হতে পারেনা, আবার এমন একদল মুমিন আছেন যারা কারো কথা ফেলতে পারে না,যে কোন সাহায্য চায় তাকে কথা দিয়ে দেন, কাউকে তারা ফেরত দেন না,পরে দেখা যায় এত ওয়াদা তারা পূর্ণ করতে পারে না, এটা মারাত্তক একটি দুর্বলতা, যে কাজটি করতে পারবেন না তা করার ওয়াদাহ, করা কখনো ঠিক হবেনা, আপনার সাহায্য করার সামর্থ্য না থাকলে তাকে সুজা বলে দিন,
ভাই আমার খুব ইচ্ছা আপনাকে সাহায্য করি কিন্তু আমি অক্ষম।কাউকে সাহায্য করার আশা দিয়ে রাখলে, সে আপনার ভরসায় বসে থাকবে। তার চেয়ে আপনার অক্ষমতা কথা তাকে জানিয়ে দিলে সে অন্য কোন ব্যবস্থা নিতে পারবে।

পবিত্র কোরআনের অসংখ্য জায়গায় ওয়াদা পালনের প্রতি কঠিন ভাবে ঝোর দেওয়া হয়েছে, আল্লাহ তায়ালা বলেন,

وَأَوفُوابِعَهدِاللهِ إِذَاعَاهَدتُم وَلَاتَنقُضُواالأَيمَانَ بَعدَتَوكِيدِهَاوَقَدجَعَلتُمُ اللهَ عَلَيكُم كَفِيلًاإِنَّ اللهَ يَعلَمُ مَاتَفعَلُونَ.

“তোমরা যখন অঙ্গীকার করো তখন আল্লাহর অঙ্গীকার পূর্ণ কর।তোমরা পাকাপোক্ত অঙ্গীকার করার পর তা ভঙ্গ করো না এবং তোমরা প্রকৃত পক্ষে নিজেদের জন্য আল্লাহকে জিম্মাদার বানিয়েছ।নিশ্চয় আল্লাহ জানেন,তোমরা জান না। (সূরা নাহল,১৬:৯১)
আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে আমল করার তাওফিক দিন আমিন,ইয়ারব্বাল আলামিন।

”হয়তো শরিয়াহ, নয়তো শাহাদাহ,,

বিনয় মুমিনের ভূষণ।

abu mosa

প্রকৃত মুসলিম তাঁর ভাই বন্ধুদের সাথে ভদ্র ও বিনয় আচরণ করে। সবার প্রতি আন্তরিক ও ঘনিষ্ঠ হয় তাঁরাও তাঁর প্রতি আন্তরিক ও বিনয় হয়,কেননা ইসলাম মুসলিমদেরকে এমনিই হতে বলে। আল্লাহ তায়ালা ইরশাদ করেন

أَذِلَّة عَلَى الم مِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الكَا فِرِينَ .

“তাঁরা মুমিনদের প্রতি বিনয়-নম্র হবে এবং কাফেরদের প্রতি হবে কঠোর। (সূরা মায়েদা :৫৪)
রাসূল (সা বিনয় নম্রতাকে জীবনের সুন্দর্য্য আখ্যা দিয়ে তার প্রতি মুসলিমদের উৎসাহিত করেছেন,সহিহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে রসূল (সা ইরশাদ করেন,

إِنَّ الرِّفقَ لَايَكُونُ فِي شَيءٍإِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنزَعُ مِن شَيءٍإِلَّا شَانَهُ.

“যে বস্তুতেই নম্রতা থাকে, তাকে শোভামণ্ডিত করে, আর যে বস্তু থেকেই নম্রতা উঠিয়ে নেয়া হয় তা ত্রুটিযুক্ত হয়ে পড়ে। (সহিহ মুসলিম :২৫৯৪)
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সিরাতের পরতে পরতে ছড়িয়ে আছে বিনয় নম্রতার অসংখ্য দৃশ্য,তিনি ছিলেন বিনয় নম্রতা ও উদারতার মুর্ত প্রতিক, তাঁর মুখ থেকে কখনো অশ্লীল ও কঠোর শব্দ বের হয়নি, কখনো কোন মুসলিমকে তিনি গালি দেননি,
সহিহ বুখারিতে এসেছে, রসূল(সা এর খাদেম হযরত আনাস(রা বলেন,

لَم يَكُن رَسُولُ اللهِ صلَّى اللهُ عَليهِ وَسَلَّمَ فَاحِشًا، وَلَا لَعَّانًا ،وَلَا سَبَّابًا،كَانَ يَقُولُ عِندَ المَعتَبَةِ،مَالَهُ تَرِبَ جَبِينُهُ.

“হযরত আনাস (রা বলেন :রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম অশ্লীলভাষী ছিলেন না,অভিসম্পাতকারীও ছিলেন না, এবং গালিও দিতেন না। কাউকে তিরস্কার করার প্রয়োজন হলে বলতেন: কী হলো তার? ধূলোধূসরিত হোক তার কপাল!(বুখারী:৬০৪৬)

প্রিয় ভাই! বিনয় গুণ অর্জন করার চেষ্টা করুন,একজন বিনয়- নম্র মানুষ কোথাও কষ্টে পরেনা, তাকে সবাই সমিহ করে চলে, অন্যরাও তার সঙ্গে বিনয়- নম্র আচরণই করে। বিশেষ করে দ্বীনের দা’য়ীদের জন্য বিনয় একটি অপরিহার্য গুণ,বিনয়ি ব্যক্তি সহজেই দাওয়াহর কাজ করতে পারে, স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে বিনয়-নম্রতা অবলম্বনের নির্দেশ দিয়েছেন, আল্লাহ তায়ালা বলেন

وَاخفِض جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ المُ مِنِينَ.

“আর যেসব মুমিন আপনার অনুসরণ করে তাদেরপ্রতি বিনয়ী হোন।(সূরা মায়েদা ৫:১১৮)

অন্য আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন:

فَبِمَارَحمَةٍمِنَ اللهِ لِنتَ لَهُم وَلَوكُنتَ فَظًّاغَلِيظَ القَلبِ لَا انفَضُّوامِن حَو لِكَ.

“আল্লাহর দয়ায় আপনি তাদের প্রতি কোমল-হৃদয় হয়েছেন।পক্ষান্তরে আপনি যদি রুঢ় ও কঠিনচিত্ত হতেন,তাহলে তারা আপনার আশপাশ হতে সরে পড়ত।(সূরা আলে-ইমরান,৩:১৫৯)

আয়াত গুলো থেকে বুঝা যায় একজন দা’য়ীকে অবশ্যই বিনয়ের গুণ অর্জন করতে হবে, আল্লাহ তায়ালা আমাদের সবাইকে বিনয়ের গুণ অর্জন করার তাওফিক দান করুন,আমিন। ইয়া রাব্বাল আলামিন।

নামাজ প্রতিষ্ঠতায় জিহাদের ভূমিকা

আলী ইবনুল মাদীনী

প্রথমে আমরা বিবিসি বাংলার একটা রিপোর্ট মনোযোগ দিয়ে পড়ি।

বাংলাদেশের গাজীপুরে একটি গার্মেন্টস কারখানায় তিন বেলা নামাজ বাধ্যতামূলক

শাহনাজ পারভীন বিবিসি বাংলা, ঢাকা

১৬ ফেব্রুয়ারি ২০২০

বাংলাদেশে একটি পোশাক কারখানায় সকল কর্মকর্তা, কর্মচারীদের জন্য অফিস চলাকালীন প্রতিদিন মসজিদে গিয়ে যোহর, আসর ও মাগরিবের নামাজ পড়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

এই মাসের ৯ তারিখে জারি করা একটি নোটিশে লেখা রয়েছে, এই তিন ওয়াক্ত নামাজ পড়তে যাওয়ার সময় পাঞ্চ মেশিনে পাঞ্চ করতে হবে।

তাতে আরও লেখা রয়েছে, "যদি কোন স্টাফ মাসে সাত ওয়াক্ত পাঞ্চ করে নামাজ না পড়েন তবে সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তির বেতন হতে একদিনের সমপরিমাণ হাজিরা কর্তন করা হইবে।"

ঢাকার কাছে গাজীপুরে অবস্থিত মাল্টিফ্যাবস লিমিটেড নামের এই ফ্যাক্টরিতে এমন নোটিশ জারি করা হয়েছে।

ফ্যাক্টরিটির অপারেশন্স বিষয়ক পরিচালক মেসবাহ ফারুকী জানিয়েছেন, এটি শুধু উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তাদের জন্য যদিও এই নোটিশের যে কপি বিবিসি বাংলার কাছে রয়েছে তাতে লেখা, 'সকল স্টাফ'।

কেন এই নির্দেশ

কেন এই নির্দেশ- এই প্রশ্নে মি. ফারুকী বিবিসিকে বলেন, "সবাই আমরা নামাজ পড়ি। আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী, আমাদের নামাজ পড়া ফরজ। এখানে মুসলমান যারা আছে তারা সবাই নামাজ পড়ে। কিন্তু তারা নামাজ পড়ে বিক্ষিপ্তভাবে।"

তাছাড়া, তিনি আরও বলছেন, কর্মীদের মধ্যে মতভেদ-দূরত্ব কমানোর একটি উপায় হিসাবে কারখানায় নামাজ বাধ্যতামূলক করার এই সিদ্ধান্ত তিনি নিয়েছেন।

“আমাদের এখানে বিভিন্ন মতভেদের লোক আছে। এখানে একটা টিম হিসেবে কাজ করতে হয়। এখানে ফেব্রিক ডিপার্টমেন্টের সাথে নিটিং সেক্টরের হয়ত একটা সমস্যা থাকে। একেকজন একেকজনের উপর দোষারোপ সারাদিন চলতেই থাকে। তো আমি এটার সমাধান হিসেবে চিন্তা করলাম তাদের যদি একসাথে বসানো যায়, একসাথে কিছু সময় যদি তারা কাটায়, তাদের মধ্যে দূরত্বটা কমবে।”
তিনি বলছেন, তার কাছে মনে হয়েছে মসজিদ ছাড়া একসাথে বসানোর কোন পন্থা তিনি খুঁজে পাননি।
মি. ফারুকী তাদের সিদ্ধান্তের বিষয়ে স্বাস্থ্যগত একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি বলছেন, সারাদিন বসে বসে কাজ করায় কোলেস্টেরল বাড়ছে, ডায়াবেটিস বাড়ছে। “মসজিদ চারতলায় হওয়াতে কিছুটা ব্যায়ামও হচ্ছে।”
নোটিশে যেভাবে একদিনের বেতন কাটার কথা বলা হয়েছে সেনিয়ে তিনি বলছেন, “এ এপর্যন্ত কারোর বেতন কাটা হয়নি।”

রপ্তানির জন্য সরকারের দেয়া জাতীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত কোম্পানিটির ওয়েবসাইটে দেয়া তথ্য অনুযায়ী জাপান, রাশিয়া ও আমেরিকা অঞ্চলের বেশ কিছু দেশে তাদের ব্যবসা। ২০১৬ সালে তাদের রপ্তানি আয় ছিল ৯০ মিলিয়ন ডলার।
মূলত গেঞ্জি কাপড়ের নানা ডিজাইনের পোশাক তৈরি হয় এখানে। প্রতি মাসে তাদের রপ্তানি ১৮ লাখ পিস পোশাক।
মেসবাহ ফারুকী বলছেন, বিষয়টি তাদের অভ্যন্তরীণ ব্যাপার, তারা অন্য কোন ধর্মাবলম্বীকে নামাজ পড়তে বাধ্য করছেন না
কী বলছে সরকার
তবে এ ব্যাপারে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে এ ধরণের নির্দেশনাকে বাংলাদেশের সংবিধান বিরোধী বলে মন্তব্য করেছেন আইনমন্ত্রী আনিসুল হক। তিনি বলেছেন, বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে।

তিনি বলেছেন, “বাংলাদেশের আইন কেন সংবিধানেই তো বলা আছে ধর্ম কারো উপর চাপিয়ে দেয়া যাবে না। কোন আইন দিয়েই এটা বাধ্যবাধকতা দেয়া যায় না। ইসলাম ধর্মও বলে না কারো উপরে ধর্ম চাপিয়ে দেয়া যাবে। আপনি যেমনটি বলছেন, তেমনটি হলে তো এটা খতিয়ে দেখতে হবে।”

গার্মেন্টস শ্রমিক ঐক্য ফোরামের সভাপতি মোশরেফা মিশু বলছেন, কর্মীদের বাধ্যতামূলক নামাজ পড়ানোর ঘটনা বিদেশী ক্রেতাদের মধ্যে বাংলাদেশ সম্পর্কে নেতিবাচক ইমেজ তৈরি করতে পারে।
“বাংলাদেশে পোশাক শিল্পে অনেক সমস্যা থাকার পরেও ক্রেতারা এখনো মুখ ফিরিয়ে নেয়নি। তাজরিন ও রানা প্লাজায় ঘটে যাওয়া ভয়াবহ ঘটনার আগে বিদেশি ক্রেতাদেরও এতকিছু জানা ছিল না।

কিন্তু কারখানার ভেতরে এরকম আইন যদি তারা করেন, তাহলে তার নেতিবাচক প্রভাব পড়বে। বাংলাদেশ একটি সাম্প্রদায়িক রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিত হবে।”
এখন প্রশ্ন হল,এই পরিস্থিতিতে নামাজ প্রতিষ্ঠতা করার জন্য মুসলিমদের করণিয় কী?

প্রথমেই আমরা বিষয়টির সমাধানের জন্য কুরআনের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখতে পারি যে,কুরআন আমাদেরকে কি করতে বলে?

فَاِذَا انْسَلَخَ الْاَشْهُرُ الحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ وَ خُذُوهُمْ وَ احْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ،فَاِنْ تَابُوا وَاقَامُوا الصَّلٰوةَ واٰتَوُا الزَّكٰوةَ فَخَلُّوْ سَبِيْلَهُمْ،اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ

মুশরিকদের যেখানেই পাবে হত্যা করবে। তাদেরকে গ্রেফতার করবে,অবরোধ করবে এবং তাদেরকে ধরার জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে ওঁৎ পেতে বসে থাকবে। অবশ্য তারা যদি তাওবা করে,নামায কায়েম করে ও যাকাত দেয়,তবে তাদের পথ ছেড়ে দেবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল,পরম দয়ালু। সূরা তাওবা - ৫।
চলুন এবার আমরা রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে জিজ্ঞাসা করে দেখি,

انما امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا الا اله الا الله و ان محمدا عبده و رسوله،و يقيموا الصلاة،و يوتوا الزكاة،فاذا فعلوا ذالك عصموا مني دمادهم،و اموالهم الا بحقها و حسابهم على الله

আমাকে আদেশ করা হয়েছে,আমি যেন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে থাকি,যাবৎ না লোকেরা সাক্ষ্য দেয়- ‘আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই,মুহাম্মাদ সাল্লালাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর বান্দা ও রাসূল’,এবং নামাজ কায়েম করে ও যাকাত দেয়। তারা এগুলো মেনে নিলে আমার থেকে তাদের রক্ত ও সম্পদ নিরাপদ করে নিল। তবে ইসলামের হক্বের কথা আলাদা। আর তাদের হিসাব আল্লাহর হাতে। বুখারী,মুসলিম
কুরআনের আয়াত এবং রাসূল সাল্লালাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদিসে আমাদেরকে এমন পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কিতাল করতে বলতেছেন।

সারকথা হল,আমাদেরকে নামাজ কায়েম করতে হবে। আর নামাজ কায়েম করার জন্য রাষ্টিয় ক্ষমতা দরকার। রাষ্টিয় ক্ষমতা অর্জন করা জিহাদ ছাড়া সম্ভাব নয়। সুতরাং আমাদেরকে নামাজ প্রতিষ্ঠতা করতে হলে জিহাদ করতে হবে। নতুবা আমরা গোনাহগার হব।

আল্লাহ আমাদের সকলকে জিহাদের ময়দানে কবুল করুন। আমিন

“জিহাদ ঈমানের একটি অংশ।”
-ইমাম বোখারী রহিমাহুল্লাহ

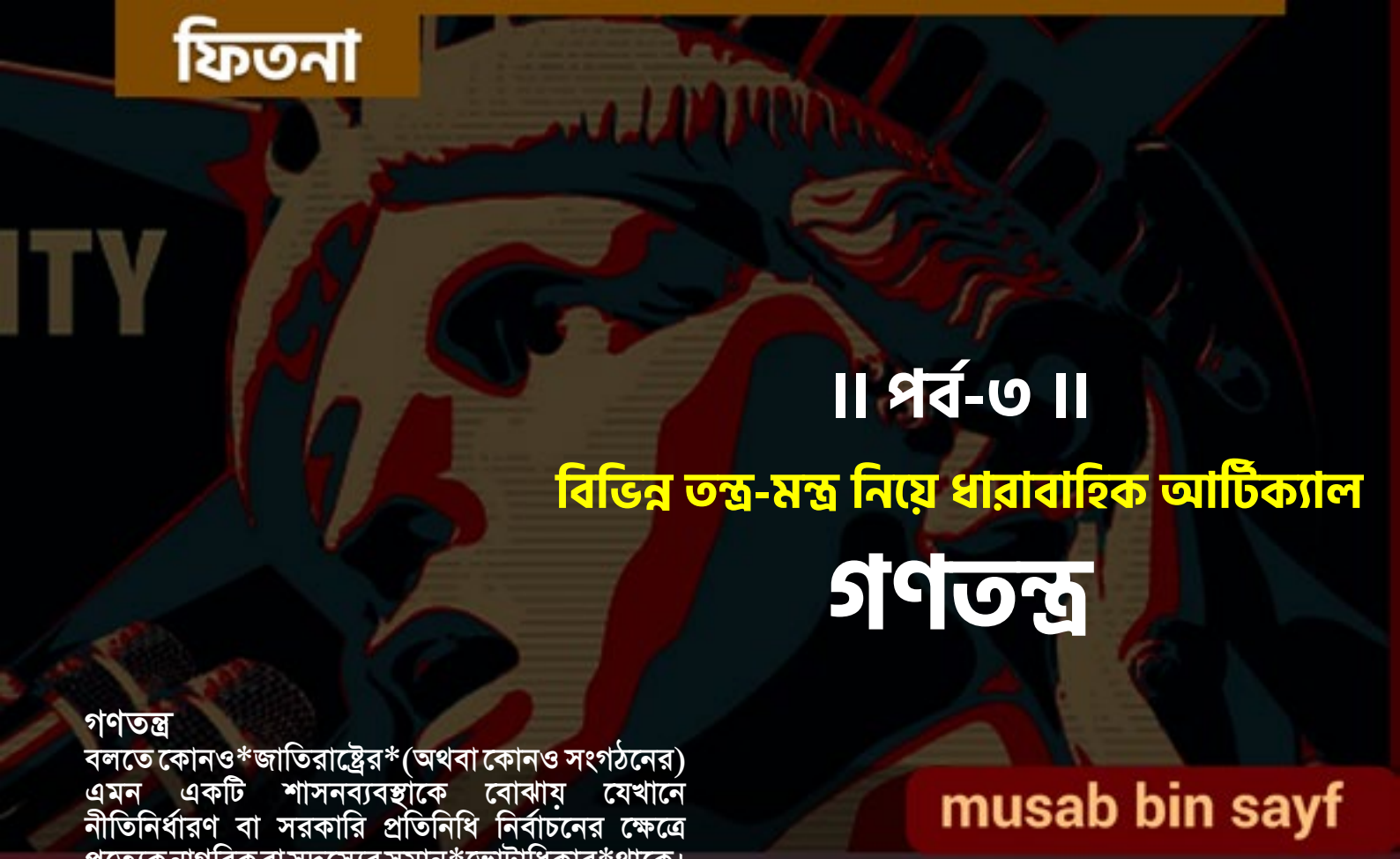

।। পর্ব-৩ ।।

বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্র নিয়ে ধারাবাহিক আর্টিক্যাল

গণতন্ত্র

musab bin sayf

গণতন্ত্র

বলতে কোনও*জাতিরাষ্ট্রের*(অথবা কোনও সংগঠনের) এমন একটি শাসনব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে নীতিনির্ধারণ বা সরকারি প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে প্রত্যেক নাগরিক বা সদস্যের সমান*ভোটাধিকার*থাকে। গণতন্ত্রে আইন প্রস্তাবনা, প্রণয়ন ও তৈরীর ক্ষেত্রে সকল নাগরিকের অংশগ্রহণের সমান সুযোগ রয়েছে, যা সরাসরি বা নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে হয়ে থাকে। "গণতন্ত্র" পরিভাষাটি সাধারণভাবে একটি রাজনৈতিক রাষ্ট্রের ক্ষেত্রেই প্রয়োগ করা হলেও অন্যান্য সংস্থা বা সংগঠনের ক্ষেত্রেও এটি প্রযোজ্য হতে পারে, যেমন বিশ্ববিদ্যালয়, শ্রমিক ইউনিয়ন, রাষ্ট্র-মালিকানাধীন প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি।

ব্যুৎপত্তি ---

বাংলা "গণতন্ত্র" পরিভাষাটি ইংরেজি*ডেমোক্রেসি*(-Democracy) থেকে এসেছে। এই ইংরেজি শব্দটি আবার এসেছে*গ্রিক*শব্দ*δημοκρατία*(দেমোক্রাতিয়া) থেকে, যার অর্থ "জনগণের শাসন"[১]*শব্দটির দুইটি মূল হচ্ছে ὁ μος (দেমোস) "জনগণ" ও κράτος (ক্রাতোস) "ক্ষমতা" থেকে। খ্রিষ্টপূর্ব ৫ম শতকে অ্যাথেন্স ও অন্যান্য গ্রিক নগররাষ্ট্রে বিদ্যমান রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে বোঝাতে শব্দটির প্রথম ব্যবহার হয়। প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে ক্লিসথেনিসের নতুন ধরনের সরকার চালু হয় এবং সেই সঙ্গে বিশ্বের প্রথম গণতন্ত্র সৃষ্টি হয় গ্রিসের ছোট একটি শহর-রাষ্ট্র এথেন্সে। এই শহর-রাষ্ট্রটি ছিলো এথেন্স শহর এবং তার আশপাশের গ্রামাঞ্চল নিয়ে গঠিত। রাষ্ট্রব্যবস্থা পরিচালনার জন্য বিভিন্ন উপজাতির মধ্য থেকে নেতাদের বেছে নেয়ার যে সনাতনী রীতি চালু ছিলো, ক্লিসথেনিস তার অবসান ঘটান। তার বদলে তিনি মানুষের নতুন জোট তৈরি করেন এবং প্রতিটি জোটকে ডিময় (Demoi) অথবা প্যারিশ (Parish)- এ বিভক্ত করেন। প্রতিটি মুক্ত নাগরিককে রাষ্ট্রীয় সিদ্ধান্ত নেয়ার সময়ে শহর-রাষ্ট্রের সরকার পরিচালনায় সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া হয়। সাধারণভাবে এই ঘটনাকেই গণতন্ত্রের প্রথম উন্মেষরূপে গণ্য করা হয় যার পরে নাম হয় ডেমক্রেশিয়া (Democratia) যার অর্থ হচ্ছে জনগণের (demos) শক্তি (Kratos)।

সংজ্ঞা---

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন উপায়ে গণতন্ত্রকে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছে। খ্রিস্টপূর্ব ৪২২ সালে ক্লিয়ান ডেমোক্রেসিকে সংজ্ঞায়িত করেছেন এভাবে- That shall be the democratic which shall be the people, for the people. অনেক পরে*আব্রাহাম লিঙ্কন*তার এক ভাসনের মধ্যে ঠিক এমনই এক জনপ্রিয় সংজ্ঞা প্রদান করেন। আব্রাহাম লিংকন (Abraham Lincoln) November 19, 1863 তারিখে তার দেয়া Pennsylvania state এর গেটিসবার্গ বক্তৃতাতে (Gettysburg Address) গণতন্ত্রের সংজ্ঞা দিয়েছিলেন এভাবে 'Government of the people, by the people, for the people.' যার অর্থ হলো- গণতান্ত্রিক সরকার জনগণের অংশগ্রহণ, জনগণের দ্বারা ও জনগণের জন্য।

অধ্যাপক গেটেলের মতে,' যে শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সার্বভৌম ক্ষমতার প্রয়োগে অংশ নেওয়ার অধিকারী তাই গণতন্ত্র।*[২][৩] তথ্যসূত্র----

*δημοκρατία*in Henry George Liddell, Robert Scott, "A Greek-English Lexicon", at Perseus

এস.এম. সাদি সম্পাদিত,*বাঙালির গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা; ইত্যাদি গ্রন্থপ্রকাশ, ঢাকা; ফেব্রুয়ারি, ২০১০; পৃষ্ঠা- ৪৬৬।

*'বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়' ৯ম-১০ম শ্রেণী।

গণতন্ত্রবাদীদের ধোঁকা

লোন উলফ শাকিব

এইতো কিছুকাল আগেও পৃথিবী ধর্ম, বর্ণ ও গোত্রভিত্তিক জাতীয়তাকে বিদায় জানানোর দাবি তুলে গণতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, সমানাধিকার ও মানবাধিকার প্রভৃতি ফাঁকা বুলিকে খুব বেশি পরিমাণে মুখে আওড়িয়েছে। নিজেদের আদর্শের ভিত্তি এসব ঠুনকো জিনিসের ওপর দাঁড় করিয়েছে। One man, One vote ।প্রতিটি ব্যক্তি পৃথিবীর শৃঙ্খলা পরিচালনায় সমঅধিকারপ্রাপ্ত।প্রত্যেকেই নিজের পছন্দসই শাসনব্যবস্থা পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করার অধিকার রাখে। এগুলো এত বেশি উচ্চারিত হয়েছে যে, এখন পুরোই চর্বিতচর্বণ হয়ে গেছে।

প্রাচীন ধর্মভিত্তিক রাজনীতির ধারার অবসান ঘটিয়ে Nation States-এর ধারার সূচনা করা হয়েছে। কিন্তু (তাদের ভাষ্য অনুসারে) 'ঈশ্বরহীন এই পৃথিবী'তে ব্যাপকভাবে কল্পিত বা ক্ষুদ্র পরিসরে চর্চিত নীতির বাইরে গিয়েও আমরা বেশ কিছু কট্টর ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক ধারার উত্থান দেখতে পাই বর্তমানকালের কিছু রাষ্ট্রে। যেমন, ইজরায়েলের দিকে তাকালে দেখতে পাই ইহুদিবাদের দুর্বার রাজত্ব, ভারতের দিকে তাকালে দেখতে পাই উগ্র হিন্দুত্ববাদের হিংস্র শাসন আর চীন মিয়ানমার প্রভৃতি রাষ্ট্রের দিকে তাকালে দেখতে পাই শান্তির স্লোগানধারী বৌদ্ধদের অশান্ত সহিংস রাজত্ব।

অ্যামেরিকার বর্তমান প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তার নিজের ভাষ্য অনুসারেই হোয়াইট হাউজের ইতিহাসে ইজরাইলের স্বার্থের সর্বাধিক সংরক্ষণকারী। ট্রাম্প শুধু একজন ক্রুসেডারই নয়; বরং ট্রাম্প একজন শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদীও। তার গত তিন বছরের শাসনামলে প্রায় দুই হাজার কৃষ্ণাঙ্গ নিহত হয়েছে শ্বেতাঙ্গদের হাতে। এমনকি কিছু হত্যাকাণ্ডের পেছনে মার্কিন পুলিশেরও প্রত্যক্ষ মদদ ছিল বলে প্রমাণ পাওয়া যায়। এখন থেকে ছয় বছর আগে ভারতের প্রধানমন্ত্রীর আসন গ্রহণ করে গেরুয়া সন্ত্রাসের উস্কানিদাতা নরেন্দ্র মোদি। প্রথম দফার ক্ষমতার মেয়াদ সমাপ্ত করে সে এখন দ্বিতীয় মেয়াদে ক্ষমতার বাগডোর আগলে রেখেছে। এ সময়ে Mob Lynching, তিন তালাকের পরিবর্তিত আইন, গো-হত্যার বদলে মুসলিম হত্যা, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ বিলোপ করে কাশ্মীরের স্বায়ত্তশাসন বাতিল করা, কাশ্মীরে মুসলিম জেনোসাইডের ধারাপাত করা, বাবরি মসজিদের স্থলে রাম মন্দির নির্মাণের পূর্বপ্রস্তুতি সম্পন্ন করা, তাজমহলের নাম পরিবর্তন করে তেজ মন্দির রাখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা প্রভৃতি বিতর্কের জন্ম দিয়েছে মোদির বিজেপি সরকার।

এইতো এক বছর আগের কথা। নিউজিল্যান্ডের ক্রাইস্টচার্চে জুমআর নামাজে সমবেত মুসলমানদের ওপর নির্বিচারে গুলি চালানো হয়। ঘাতক নিজেকে বিভিন্ন আলামতের দ্বারাই ক্রুসেডের আদর্শে আদর্শবান সৈনিক হিসেবে প্রকাশ করে। আক্রমণকারী তার অস্ত্র ও অন্যান্য আসবাবপত্রে কালো কালি দিয়ে যাদের নাম লিখে রেখেছিল, তাদের মধ্যে একজন ছিল পোল্যান্ডের বাদশাহ। এ বিষয়টির বিশ্লেষণ করতে গিয়ে পোল্যান্ডের জনৈক মন্ত্রী বলে, 'এই বাদশাহ আমাদের গর্ব, যিনি ইউরোপে মুসলমানদের (উসমানি সালতানাত) কপালে পরাজয়ের তিলক এঁকেছেন'।

নয়া পোল্যান্ডের অবস্থার দিকে নজর দিলেও দেখা যায়, সেখানকার আইনে স্পষ্ট বলা আছে, পোল্যান্ডের ইমিগ্রেশন পলিসি মোতাবেক রাষ্ট্রে মুসলমান ও কৃষ্ণাঙ্গদের অবস্থানের ব্যাপারটি বিবেচনাধীন (অর্থাৎ নিষিদ্ধ)

কিছুদিন আগে ব্রিটেনে অনুষ্ঠিত পার্লামেন্ট নির্বাচনে 'ট্রাম্পের ব্রিটিশ ভার্সন' Boris Johnson এর নেতৃত্বে Conservative Party (রক্ষণশীল দল) জয়লাভ করে। Boris Johnson একজন শ্বেতাঙ্গ জাতীয়তাবাদ-পূজারী, বিকৃত খ্রিষ্টধর্মের কট্টর অনুসারী এবং আপাদমস্তক অ্যান্টি মুসলিম।

জিনজিয়াং (পূর্ব তুর্কিস্তান)-এ বসবাসকারী এক কোটিরও অধিক মুসলমানের ওপর চীনের ভয়াবহ নির্যাতন, কাজাখ অঞ্চলে এই বৌদ্ধদের তাণ্ডবলীলা, মুসলিম নারীদের পর্দার ওপর অবৈধ হস্তক্ষেপ, আল-কুরআন বাতিল করার ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের কথা না হয় না-ই বললাম। দুঃখ শুধু এটাই যে, বিভিন্ন ফাঁকা বুলি আওড়িয়ে এবং অলীক স্বপ্নের পেছনে তাড়িত করে নব্য ক্রুসেডার গোষ্ঠী এবং তাদের এজেন্টরা গোটা দুনিয়ার মুসলমানদেরকে ভুলিয়ে রেখেছে। তবে নিজেরা ঠিক ঠিকই যা হাসিল করার তা পুরোদস্তুর হাসিল করে নিচ্ছে।

এরপরও কবে যে এই জাতির ঘুম ভাঙবে, জাতির আলিমরা কবে যে বাস্তবতা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ও সচেতন হয়ে শক্ত হাতে ডুবুডুবু তরীর হাল ধরবে এবং দুর্বার প্রতিরোধ আন্দোলন গড়ে তুলবে, তা আল্লাহই ভালো জানেন।

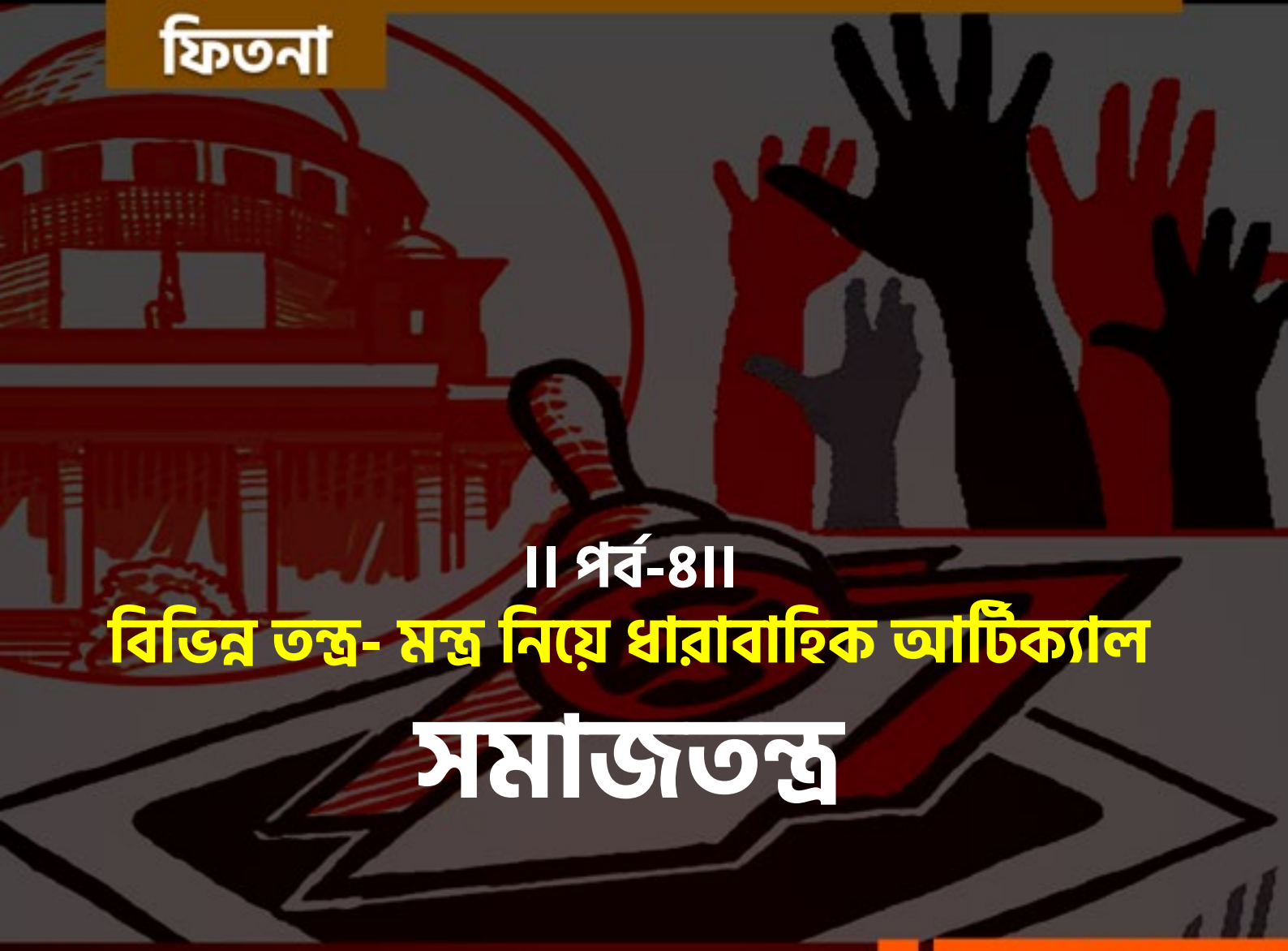

।। পর্ব-৪।।

বিভিন্ন তন্ত্র- মন্ত্র নিয়ে ধারাবাহিক আর্টিক্যাল

সমাজতন্ত্র

musab bin sayf

সমাজতন্ত্র
যার (ইংরেজি:*Socialis) হচ্ছে এমন একটি সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে উৎপাদনের উপকরণের সামাজিক মালিকানা এবং অর্থনীতির একটি সমবায়ভিত্তিক ব্যবস্থাপনা,*এছাড়াও একই সাথে এটি একটি রাজনৈতিক মতবাদ ও আন্দোলন যার লক্ষ্য হচ্ছে এই ধরনের ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করা।*অর্থাৎ এটি এমন একটি সামাজিক-অর্থনৈতিক ব্যবস্থা যেখানে সম্পদ ও অর্থের মালিকানা সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণাধীন অর্থাৎ কোনো ব্যক্তিমালিকানা থাকে না। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় জনসাধারণের প্রয়োজন অনুসারে পণ্য উৎপাদন হয়। সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে একটি দেশের কলকারখানা, খনি, জমি ইত্যাদি সামাজিক বা*রাষ্ট্রীয়*সম্পত্তি হিসেবে পরিগণিত হয়।
সমাজতন্ত্র হল*সাম্যবাদী*সমাজের প্রথম পর্যায়। উৎপাদনের উপায়ে সমাজতান্ত্রিক মালিকানা হলো এর অর্থনৈতিক ভিত্তি। সমাজতন্ত্র ব্যক্তিগত মালিকানার উৎখাত ঘটায় এবং মানুষে মানুষে শোষণ, অর্থনৈতিক সঙ্কট ও বেকারত্বের বিলোপ ঘটায়, উন্মুক্ত করে উৎপাদনী শক্তির পরিকল্পিত বিকাশ ও উৎপাদন সম্পর্কের পূর্ণতর রূপদানের প্রান্তর। সমাজতন্ত্রের আমলে সামাজিক উৎপাদনের লক্ষ্য ছিল জনগণের স্বচ্ছলতা বৃদ্ধি ও সমাজের প্রতিটি লোকের সার্বিক বিকাশ সাধন।
সমাজতন্ত্রের মুলনীতি হলো ‘প্রত্যেকে কাজ করবে তার সামর্থ্য অনুযায়ী এবং প্রত্যেকে গ্রহণ করবে তার প্রয়োজন অনুযায়ী।*সমাজতন্ত্র দুই ধরনেরঃ*কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্র*ও*বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্র।*সোভিয়েত ইউনিয়নে*সমাজতান্ত্রিক*রাষ্ট্র *কায়েম করা হয়েছিলো ১৯১৭ সালে। সমাজতন্ত্রে বৈরি শ্রেণি নাই, কেননা কলকারখানা, ভূমি, সবই সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সম্পত্তি। সমাজতন্ত্রে শ্রেণি শোষণ বিলুপ্ত হয়।শুরু হয় সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি -
ব্যুৎপত্তিসম্পাদনা
সমাজতন্ত্র শব্দটির ব্যবহার এবং শব্দটির উল্লেখযোগ্যতার ঐতিহাসিক পরিবর্তনের দিকে লক্ষ্য করে শব্দটির উৎপত্তি বিভিন্ন জনের ক্ষেত্রে দায়ী করা যেতে পারে । ‘সোসালিজম’ শব্দটি ১৮২৭ সালে ইংল্যান্ডে রবার্ট ওয়েন (১৭৭১-১৮৫৮) কো-অপারেটিভ ম্যাগাজিনে প্রথম ব্যবহার করেন।আধুনিককালে শব্দটির ব্যবহার ও সংজ্ঞা পাকাপোক্ত ১৬৮০’র বছরগুলোতে। সেই সময়ের আগে ব্যবহৃত সমবায়ী (co-operative), পারস্পরিক পন্থি (mutualist) এবং সঙ্ঘপন্থি (associationist) শব্দগুলোর পরিবর্তে সমাজতন্ত্র শব্দটি নানা লেখক ব্যবহার করেন।

সমাজতন্ত্রের ইতিহাস ----

সমাজতন্ত্রের ইতিহাসের উৎপত্তি ১৭৮৯ সালের*ফরাসি বিপ্লব*এবং তার থেকে উদ্ভূত পরিবর্তনের ভেতরে নিহিত, যদিও এটি আগের আন্দোলন এবং ধারনা থেকেও বিভিন্ন ধারনা গ্রহণ করেছে। এছাড়া উনিশ শতকের*কল্পলৌকিক সমাজতন্ত্রিদের*দ্বারা কল্পিত নানা ব্যবস্থাগুলো পরবর্তীকালে পরিণত হয়েছিলো বৈজ্ঞানিক*সাম্যবাদের*নানা তাত্ত্বিক উৎসে।ফরাসি বিপ্লবের মূল লক্ষ্য সমাজতন্ত্র ছিল না যদিও সাম্যবাদ ও সমাজতন্ত্রের জন্মাগার ছিল সেটাই।

প্রথমদিকের সমাজতন্ত্র------

প্রাচীনকাল থেকেই সমাজতান্ত্রিক মডেল এবং ধারনায় সাধারণ বা জনমালিকানা সমর্থন করা ছিল বা বিদ্যমান ছিল। এটা যদিও বিতর্কিতভাবে, দাবি করা হয়েছে যে শাস্ত্রীয় গ্রিক দার্শনিক*প্লেটো,এবং*এরিস্টটল,ফার্সি এজমালি আদি-সমাজতান্ত্রিক মাজদাক*প্রমুখের সমাজতান্ত্রিক চিন্তার উপাদান রাজনীতিতে ছিল। তারা এজমালি সম্পত্তি এবং জন মঙ্গলকর ব্যবস্থার পক্ষ সমর্থন করেছিলেন।*আবু যার আল-গিফারীকেইসলামী সমাজতন্ত্রের একজন প্রধান পূর্বগামী হিসাবে অনেকেই কৃতিত্ব দিয়ে থাকেন।ফরাসি বিপ্লবেরস্বল্পকাল সময়ের মধ্যেই ফ্রাসোয়া-নোয়েল ব্যাবুফ, এটিনে-গ্যাব্রিয়েল মোরেল, ফিলিপ বোনার্তি, এবং অগাস্ট ব্লাঙ্কিদের মত কর্মী ও তাত্ত্বিকগণ ফরাসি শ্রম ও সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন প্রভাবিত করেছিলেন।ব্রিটেনে*টমাস পেইন*তার বই*কৃষিভিত্তিক ন্যায়বিচারেকর আদায়কারীদেরকে গরিবদের চাহিদা অনুসারে প্রদানের একটি বিস্তারিত পরিকল্পনা প্রস্তাব করেছিলেন;যখন চার্লস হল*ইউরোপের রাষ্ট্রসমূহের জনগণের ওপর সভ্যতার প্রভাব*লিখেছেন, সেই বইয়ে তিনি তার সময়ের দরিদ্রের উপর পুঁজিবাদের প্রভাবকে নিন্দামূলক হিসেবে চিত্রিত করেন।*হলের বইটি টমাস স্পেন্সের কল্পলৌকিক প্রণালীসমূহকে প্রভাবিত করে।

প্যারিস কমিউন-----

প্যারিস কমিউন*হচ্ছে ১৮৭১ সালের ১৮ মার্চ থেকে ২৮ মে পর্যন্ত প্যারিস পরিচালনাকারী বিপ্লবী সমাজতান্ত্রিক সরকার। প্যারিসের মজুরদের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত শ্রমিক শ্রেণির এই বিপ্লবী সরকার ৭৩ দিন টিকে থাকে। ফ্রাঙ্কো-প্রুশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের পরাজিত হওয়ার পরে প্যারিসে যে বিদ্রোহ হয় তাই হচ্ছে প্যারিস কমিউন। কমিউনের নির্বাচন ২৬ মার্চ অনুষ্ঠিত হয় এবং উক্ত নির্বাচনে ২০,০০০ অধিবাসীর বিপরীতে একজন হিসেবে ৯২ সদস্যের একটি কমিউন কাউন্সিল নির্বাচিত করা হয।

সমাজতন্ত্রের বৈশিষ্টস-------

এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় ব্যক্তিগত সম্পদ ও মুনাফা অর্জন নিষিদ্ধ।সম্পদ ও উৎপাদনের উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠিত হলে সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিত হবে। ফলে সমাজে শ্রেণি বৈষম্য ও শ্রেণি শোষণ বিলুপ্ত হবে।

এই অর্থব্যবস্থায় জাতীয় আয় বণ্টনের মূলনীতি হলঃ প্রত্যেকে তার নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী কাজ করবে এবং কাজ অনুযায়ী পারিশ্রমিক পাবে। এভাবে আয় ও সম্পদের সুষম বণ্টন নিশ্চিতের মাধ্যমে সামাজিক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠিত হয়।
এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় দেশের উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা দেশ বা সমাজের কল্যাণের দিকে লক্ষ্য রেখে করা হয়। অর্থাৎ সামাজিক কল্যাণ সাধনই এই এই অর্থ ব্যবস্থার মূল উদ্দ্যেশ্য।
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় উৎপাদন, বণ্টন, বিনিয়োগ ইত্যাদি ব্যবস্থাপনার জন্য কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কর্তৃপক্ষ থাকে।
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় শ্রমিকদের শোষনের কোন সুযোগ থাকে না এবং প্রত্যেকেই সমান সমান সুবিধা ভোগ করে। শ্রমিকদের স্বার্থ রক্ষিত হয়।
সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতিতে মানুষের সকল মৌলিক প্রয়োজনীয়তা যেমনঃ খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, শিক্ষা, চিকিৎসা ইত্যাদির নিশ্চয়তা বিধান করা হয়।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কৃষি, শিল্প, শিক্ষা, সাস্থ্য, যোগাযোগ প্রভৃতি সকল খাতে যথাযথ গুরুত্ব সহকারে উন্নয়ন করা হয়।
সমাজতান্ত্রিক অর্থব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃপক্ষের পরিকল্পনা মাফিক সকল অর্থনৈতিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় তাই এই অর্থব্যবস্থায় বেকারত্ব ও মুদ্রাস্ফীতির সম্ভাবনা থাকে না।
এই অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পরিকল্পিত উপায়ে উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় বিধায় অতি উৎপাদন বা কম উৎপাদনজনিত সঙ্কট দেখা দেয় না।
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য*পুঁজিবাদের*ন্যায় চাহিদা ও যোগানের ঘাত প্রতিঘাত অনুযায়ী আপনা আপনি নির্ধারিত হয় না। কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা কতৃপক্ষই দ্রব্যসামগ্রীর দাম নির্ধারন করে থাকে।

সমাজতান্ত্রিক সমাজের রাজনৈতিক ব্যবস্থার মূল উপাদানগুলি হলও রাষ্ট্র, সমাজের নেতৃজনিত ও চালিকা শক্তি মার্কসবাদী লেনিনবাদী পার্টি, নানা সামাজিক সংগঠন ও মেহনতি কর্মী দল।

জিহাদই হলো মুমিন ও মুনাফিকের মাঝে পার্থক্যকারী একটি ইবাদাহ

দারুল ইসলাম ও দারুল হারব পরিচিতি

লোন উলফ শাকিব

দারুল_হারবঃ কুফরী বিধিবিধান ও কুরআন সুন্নাহ বিরোধী বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত ভূখন্ডকে দারুল হারব বলে।

#দারুল_ইসলামঃ আহকামুল ইসলাম ও কুরআন সুন্নাহর বিধি বিধান দ্বারা পরিচালিত ভূখন্ডকে দারুল ইসলাম বলে।

#উল্লেখ্য দারুল ইসলাম ও দারুল হারবের সংজ্ঞা দ্বারা এ কথা বুঝা গেল যে কোনো রাষ্ট্র দারুল ইসলাম বা দারুল হারব হওয়ার ক্ষেত্রে সে রাষ্ট্রের সংখ্যাগরিষ্ঠের ধর্মের কোনো প্রভাব থাকে না।অতএব কোনো রাষ্ট্রের ৯৮% অধিবাসী যদি কাফের হয় কিন্তু শাসক সম্প্রদায় যদি আহকামুল ইসলাম দ্বারা দেশ পরিচালনা করে,তাহলে সে দেশ দারুল ইসলাম বলে গণ্য হবে।এমনিভাবে দেশের ৯৯% অধিবাসী যদি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও শাসক যদি কুরআন সুন্নাহ বিরোধী আইন দ্বারা দেশ পরিচালনা করে তবে সে দেশ দারুল হারব বলে বিবেচিত।

#দারুল_হারব যেভাবে দারুল ইসলামে রুপান্তরিত হয়ঃ

আহকামুল ইসলাম জারি করার পর দারুল হারব দারুল ইসলামে পরিণত হয়।

#দারুল_ইসলাম_যেভাবে_দারুল_হারবে_পরিণত_হয়ঃ

ইমাম আবু হানিফা রহঃ এর মতে তিনটি বিষয় পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হয়।

১.কুফরী আইন প্রকাশ পাওয়া।
২.পাশেই দারুল হারব থাকা।
৩.প্রথম বিজয়ের পর মুসলিম ও জিম্মীরা বিজয়ী মুসলিমদের পক্ষ থেকে জান মাল ইজ্জত আব্রুর যে নিরাপত্তা পেয়েছিল তা অবশিষ্ট না থাকা।

এই তিনটি শর্ত পাওয়া গেলে দারুল ইসলাম দারুল হারব বলে বিবেচিত হয়।

ইমাম আবু ইউসুফ ও মুহাম্মাদ রহঃ এর মতে যেকোনো দারুল ইসলাম দারুল হারবে পরিণত হওয়ার জন্য একটা শর্তই যথেষ্ট। আর তা হলো কুরআন সুন্নাহ বিরোধী কুফরী আইন প্রকাশ পাওয়া।

এখনও যদি কেউ বলে যে বাংলাদেশ দারুল ইসলাম তবে তার জন্য শুধু #আফসোস!!